ইউনিট ৮

শিক্ষামূলক নির্দেশনা

ভূমিকা

আগ্রহ না থাকলে কোন ছাত্র বা ছাত্রীকে কোন বিশেষ পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে স্বষ্ট ধারণা গড়তে সাহায্য করা যায় না। শিক্ষার্থীর সামাজিক, পারিবারিক পরিবেশ, বংশগতির প্রভাব ইত্যাদি অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে প্রথমবারের মত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে সে কি রকম আচরণ করবে এবং ভবিষ্যতে কি ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এসে বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীরা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে মূল্য দিতে শুরু করলেন। এরপর শিক্ষা ব্যবস্থার ''নির্দেশনা'' ধারণাটি গুরুত্ব পেল। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রত্যেক পর্যায়েই তাই আজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে নির্দেশনা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।

আমরা এই ইউনিটে শুধুমাত্র ''শিক্ষামূলক নির্দেশনা'' বিষয়ে কিছু আলোকপাত করব। এই ইউনিটে মোট ৪টি পাঠ রয়েছে। এই পাঠগুলো হলো:

পাঠ - ১ শিক্ষামূলক নির্দেশনা : সংজ্ঞা ও ধারণা
পাঠ - ২ শিক্ষামূলক নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা
পাঠ - ৩ শিক্ষামূলক নির্দেশনার কৌশল
পাঠ - ৪ শিক্ষামূলক নির্দেশনায় শিক্ষকের দায়িত্ব ও কতর্ব্য

পাঠ ১

শিক্ষামূলক নির্দেশনা : সংজ্ঞা ও ধারণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ◆ শিক্ষামূলক নির্দেশনা সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন এবং
- ◆ শিক্ষামূলক নির্দেশনার ধারণা চিত্রায়িত করতে পারবেন।

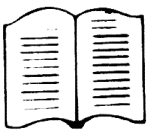

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের আগ পর্যন্ত যে কোন শিশু তার মা-বাবা, ভাই-বোন, পাড়া প্রতিবেশি সবার মধ্যে এক স্নেহময় সামাজিক পরিবেশে জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর কাটায়। প্রথম যেদিন সে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সাথে বিদ্যালয়ের অপরিচিত এক গন্ডির মধ্যে প্রবেশ করে তখন থেকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর তাকে সঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্বও এসে পড়ে। এই সঠিক পথে পরিচালনা করাকে– নির্দেশনা দেওয়া, এগিয়ে দেওয়া, সাহায্য-সহযোগিতা করাও বলা যায়।

তবে সঠিক পথে পরিচালনা করাকে অন্য যেভাবে সংক্ষিপ্তভাবে বলা সম্ভব তাহল – সুপরিচালনা করা।

সুতরাং আমরা বলতে পারি শিক্ষামূলক নির্দেশনার অর্থ হল –

''সমাজ ও ব্যক্তির স্বার্থে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য এবং ব্যক্তির সুষম বিকাশ সাধনে সহায়তা করা।''

অর্থাৎ শিক্ষামূলক নির্দেশনা এমন এক ধরনের সাহায্য যার দ্বারা ব্যক্তি মনে কোন বিশেষ চিহ্নিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর আত্ম-সক্রিয়তার ও আত্ম-নির্দেশনার ক্ষমতা জাগ্রত করা হয়।

আগের ধারণার পরিবর্তনের সাথে শিক্ষামূলক নির্দেশনা এর আঙ্গিক ও পরিসর পরিবর্তন হতে থাকলেও শিশুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাকে নিজস্ব ব্যক্তিস্বত্তার জাগ্রতকরণে অংশগ্রহণ করার প্রচেষ্টা অতি প্রাচীনকালেও ছিল এবং আজও আছে।

শিক্ষামূলক নির্দেশনার যে অংশ বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত হয় তার মধ্যে শিশুর দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রকার বিকাশই রয়েছে। আমরা বলব শিশুর সামর্থ্য অনুসারে তার সকল কৌতুহল ও চাহিদা শিক্ষার দ্বারা কিভাবে মেটান যায় তাই শিক্ষামূলক নির্দেশনার পরিসর।

আমরা মনোবিজ্ঞানের কোর্স পড়ে জেনেছি প্রতিটি শিশুর নিজস্ব কতকগুলো আগ্রহ ও প্রবণতা থাকে। এগুলো জন্মের সময় সুপ্ত থাকলেও ক্রমে তা প্রকাশিত হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এগুলোকে সুপরিচালিত না করলে তার ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব হয় না। এজন্যেই বলা হয়ে থাকে – শিক্ষার সঙ্গে নির্দেশনার অত্যন্ত স্পষ্ট সম্পর্ক বর্তমান।

শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে দিনের একটি বিশেষ অংশ কাটালেও বাকি সময়টা তার পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সমাজের সংস্পর্শে কাটে। সুষ্ঠু জীবনভিত্তিক নির্দেশনা তাই শিক্ষক, অভিভাবক, প্রধান শিক্ষক, আত্মীয়স্বজন সবার সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অবিরতভাবে হয়।

শিক্ষামূলক নির্দেশনায় কি ধরনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে?

ধারণা

এর মধ্যে কেবল শিশুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সমস্যার নির্দেশনা থাকবেনা, বরং সমাজ জীবনে অভ্যস্ত করে তুলতে ও তার সামাজিক গুণাবলী বিকশিত করার লক্ষ্যে, সব ধরনের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যখন শিশু প্রথমবারের মত প্রবেশ করে তখন শিশু প্রধানত অহংপ্রিয় ও আত্মকেন্দ্রিক থাকে। পরিবারের ছোট গন্ডী ছেড়ে অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন পরিবার থেকে আসা সমবয়সী শিশুদের সঙ্গে তার মেশা খুব সহজ কাজ হয় না। অথচ সবার সঙ্গে মিলেমিশে একসঙ্গে বড় হতে হবে – এই ধারণা তার মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে।

আমরা এই প্রাথমিক আলোচনা থেকে এটুকু বলতে পারি কোমলমতি শিশু যেদিন প্রথম বিদ্যালয়ের মধ্যে পা দিল সেদিন থেকে তার দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক বিকাশ যাতে কোনক্রমে বাধাগ্রস্থ বা বিপদগামী না হয়, সে জন্য শিক্ষামূলক নির্দেশনার সুষ্ঠু প্রয়োগ প্রয়োজন। আমরা দ্বিতীয় পাঠে এই প্রয়োজনীয়তা আরো বড় আঙ্গিকে আলোচনা করব।

আমরা এই পাঠের শেষে এসে বুঝলাম যে, সার্থক শিক্ষার সঙ্গে নির্দেশনা বা পরিচালনা অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। রাষ্ট্র স্বীকৃত আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষা যেন শিক্ষার্থীর সঙ্গে পরিবর্তিত পরিবেশ ও চাহিদার সঙ্গতি সাধন করে। সুতরাং শিক্ষার সঙ্গে নির্দেশনা অত্যন্ত গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক নির্দেশনা বলতে কি বুঝায়?

২. শিক্ষামূলক নির্দেশনার পরিসর চিহ্নিত করুন।

৩. শিশু যখন প্রথমবারের মত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন শিশু কি প্রকৃতির হয়?

৪. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক নির্দেশনা কিরূপ ধারণ করে?

আ) শূন্যস্থান পূরণ

১. প্রতিটি শিশুর নিজস্ব কতগুলো আগ্রহ ও ---------- থাকে।

২. সবার সঙ্গে ---------- একসঙ্গে বড় হতে হবে, এই ধারণা শিশুর মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে।

পাঠ ২ *শিক্ষামূলক নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষামূলক নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কি ধরনের নির্দেশনা প্রয়োজন তা চিহ্নিত করতে পারবেন।

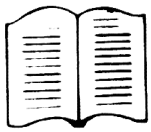

প্রথম পাঠে আমরা শিক্ষামূলক নির্দেশনা সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা পেয়েছি। শিক্ষানীতির বিভিন্ন পাঠে আমরা জেনেছি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব ও জীবনকে লক্ষ্য করেই শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার অর্থ যেহেতু শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্ন জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো এবং সমাজে স্বীকৃত মূল্যবোধ ও নৈতিকতাবোধ তার মধ্যে জাগ্রত করা তাই মনোবিজ্ঞানীগণ বলছেন পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক জ্ঞান সঞ্চালন প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে নির্দেশনাও প্রদান করতে হবে।

নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা কি তা আমরা এবার দেখার চেষ্টা করতে পারি –

- শিশু সমাজ জীবনে এবং বিদ্যালয় জীবনে অন্যের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে পারছে কিনা তা অবিরতভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।
- শিশু শ্রেণীতে যে সমস্ত বিষয়গুলো পড়ানো হচ্ছে তার প্রতিটিতে ক্রম অগ্রসরমান হচ্ছে কিনা তা দেখা প্রয়োজন। কারণ শিক্ষার কোন একটি বিষয়ে অনগ্রসরতা দেখা দিলে তা শিশুর সুস্থ জীবন বিকাশে বাধা দেবে। সে তার শ্রেণীর সহপাঠী থেকে আলাদা হয়ে যাবে। এতে করে তার মনে হীনমন্যতা দেখা দেবে। ক্রমশ সে অসামাজিক হয়ে উঠতে পারে।
- শিশুর মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কোন ত্রুটি থাকলে তা সনাক্ত করা ও চিকিৎসা করা প্রয়োজন। প্রতিদিন বিদ্যালয়ে তাকে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষক অতি সহজেই এ সমস্ত সনাক্ত করতে পারেন।
- শিশুর দেহকে রোগমুক্ত ও কর্মক্ষম করে তোলার জন্য কি ধরনের ব্যায়াম প্রয়োজন ও কি ধরনের খাবার সে খাবে, কোন সময়ে কি পরিমাণ বিশ্রাম নেবে তা তাকে জানান প্রয়োজন।
- শিশু শিক্ষার্থী কিভাবে তার অবসর সময়কে সার্থক ও আনন্দদায়ক করে তুলতে পারে এবং কিভাবে ক্লাশ রুমে বা বাড়িতে পাঠের বা কাজের একঘেয়েমী দূর করতে পারে তা জানিয়ে দেওয়ারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
- আজকের শিশুই আগামী দিনের দেশ গড়ার দুরূহ কাজে নেতৃত্ব দেবে। নাগরিকবোধ ও জাতীয় কর্তব্য সম্পর্কে তাকে সচেতন করে গড়ে তোলা প্রয়োজন।
- শিশু শিক্ষার্থীর মনে যেন নৈতিক চেতনা জাগ্রত হয় এবং ক্রমে তা শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ রূপ নেয় তাও প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

এই যে প্রয়োজনীয়তা আমরা সনাক্ত করলাম এর সবগুলোই বিদ্যালয়ে শিশুর অবস্থানকালে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। সুতরাং এই কাজগুলো করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শিক্ষামূলক নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এবার যদি আমরা বিপরীত অবস্থাটা পর্যালোচনা করি অর্থাৎ বিদ্যালয়ভিত্তিক নির্দশনা না থাকলে কি ধরনের অসুবিধা হতে পারে তা দেখি তবে আমাদের যুক্তি নিশ্চয়ই আরো জোরালো হবে।

- বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশুর পরিচিত পরিবেশ নয়, এখানে প্রত্যেক দিন কোন নতুন ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে যা শিশু মনে নানা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে পারে।
- তার শ্রেণীর অন্য সহপাঠীর খারাপ প্রভাব শিশুর উপর পরতে পারে।
- অন্যান্য শ্রেণীর ঘটনাবলীও তাকে কিছু পরিমাণ প্রভাবিত করবে।
- কোন কারণে শিশু কোন বিশেষ বিষয় বা সামগ্রিকভাবে সব বিষয়ে অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে পড়তে পারে।

উপরের অবস্থাগুলো আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, বিদ্যালয় শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষণ-শিখন কাজ পরিচালনা করার সাথে সাথে নির্দেশনার কাজও করতে হয়।

তবে একথাও ঠিক, শুধুমাত্র শিক্ষকগণই নন বরং অভিভাবকবৃন্দ, সমাজের পরিচিত ব্যক্তিবর্গ সবাই মোটামুটিভাবে নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ব্যক্তিগত ও দলগত নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা কেন অনুভূত হয়?

২. ব্যাখ্যা করুন – শিশু সমাজ জীবন ও বিদ্যালয় জীবনে অন্যের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে পারছে কি না তা অবিরতভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

পাঠ ৩ *শিক্ষামূলক নির্দেশনার কৌশল*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ♦ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেবার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- ♦ শিক্ষামূলক নির্দেশনার প্রাথমিক কৌশলগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

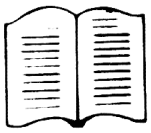

শ্রেণী শিক্ষক, বিষয় শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষককে নিশ্চয় জানতে হবে কিভাবে তিনি বা তাঁরা নির্দেশনার কৌশল অবলম্বন করবেন।

আমরা একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, নির্দেশক জানবেন যে, বিদ্যালয়ের কোন একটি শ্রেণীতে প্রতিটি শিক্ষার্থী বয়সের দিক থেকে কাছাকাছি পর্যায়ের হলেও ব্যক্তিসত্তার দিক থেকে একেবারে পৃথক। অর্থাৎ শিক্ষক নির্দেশককে জানতে হবে যে, প্রতিটি শিশুর নিজস্ব কতগুলো আগ্রহ ও প্রবণতা আছে। প্রবণতা ও আগ্রহ অনুযায়ী তিনি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কতকগুলো ভাগে ভাগ করে নেবেন।

- শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও সামর্থ্য
- পারিবারিক সহযোগিতার মাত্রা
- অভিভাবকের আর্থিক আয় সম্বন্ধে ধারণা
- শিক্ষার্থীর নিকট পরিবেশ সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা।

এসব সংগ্রহ করতে হবে নির্দেশককে।

শিশুর বয়স ও মানসিক পরিপক্কতা অনুযায়ী নির্দেশক এরপর শিশুর বিষয়বস্তুভিত্তিক জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে অগ্রসরতা, পাঠে শিশুর আগ্রহ, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান সঞ্চালনে শিশুর অংশগ্রহণের ধরণ এসব অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করবেন।

শিশু শিক্ষার্থী যদি শ্রেণীর অধিকাংশ সহপাঠীদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করে, যদি বিষয়ভিত্তিক পাঠে তার অগ্রসরতা সন্তোষজনক হয়, তবে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন হয় না। অনগ্রসর এবং অতি মেধাবী প্রকৃতির প্রতিটি শিক্ষার্থীর দিকে শিক্ষককে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে। কোমল প্রকৃতির, লাজুক, মুখচোরা শিক্ষার্থীবৃন্দ যেন কঠোর বা দুষ্ট প্রকৃতির কোন সহপাঠী কর্তৃক লাঞ্ছিত না হয় সেদিকেও শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে।

এবারে আমরা দেখে নেই নির্দেশনার জন্য কি ধরনের প্রাথমিক প্রস্তুতি বা কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

- শিশু শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্য নীতি বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র মনে রাখতে হবে।
- বিশেষ প্রবণতা ও আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে কয়েকটি মাত্রায় ভাগ করতে হবে।

- শিশুর মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কোন ত্রুটি থাকলে তা প্রথমেই সনাক্ত করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর কৌতুহল ও চাহিদা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে।
- শিক্ষার্থী কিভাবে তার অবসর সময়কে সার্থক ও আনন্দদায়ক করে তুলতে পারে সে সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে।

উপরোক্ত পূর্ব প্রস্তুতি থাকলে শিক্ষকের পক্ষো শিক্ষার্থীর পূর্ণাঙ্গ বিকাশের সহায়ক হিসেবে কাজ করা সম্ভব হয়।

আমরা জানি, আমাদের দেশে মোটামুটি তিন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে

- সরকারী
- বেসরকারী
- সাহায্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ প্রাথমিক বিদ্যালয়

অবশ্য দেশের বড় বড় শহরগুলোতে যে সমস্ত ইংরেজি ভাষা মাধ্যমে শিক্ষাদানকারী বিদ্যালয় রয়েছে সেখানে প্রাথমিক শ্রেণীগুলো রয়েছে।

নির্দেশনার উদ্দেশ্য হবে প্রতিটি ছাত্রকে ঠিক ঠিক কৌশল ধরিয়ে দেওয়া।

আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক পরামর্শ প্রদানের জন্য যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করতে পারেন তা এবার তুলে ধরা হচ্ছে–

- নির্দেশনার প্রথম কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীর সব ধরনের কাজের একটি সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত বাস্তব আদর্শ শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরা।
- পড়তে শেখাতে হলে নির্ভুল উচ্চারণে যতি, বিরাম, ছন্দ অনুসরণ করে শিক্ষক নিজে পড়ে শিক্ষার্থীদের শেখাবেন।
- ছাত্রদের যখন কোন কৌশল শেখাবেন তখন শিক্ষক-নির্দেশক তাঁর আচরণের মধ্যে নমনীয় ভাব আনবেন।
- নির্দেশক শিক্ষার্থীকে একটি নিজস্ব স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশল আয়ত্ত্ব করতে সাহায্য করবেন।

এই পাঠে আমরা দেশীয় পরিস্থিতিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রে শিক্ষককে কি ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে হয় সে সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা পেলাম। পরবর্তী পাঠে শিক্ষামূলক নির্দেশনায় শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানবো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩

অ) শূন্যস্থান পূরণ

১. নির্দেশক শিক্ষার্থীকে একটি নিজস্ব স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি ও ---------- আয়ত্ত্ব করতে সাহায্য করবেন।

২. বিশেষ প্রবণতা ও আগ্রহ অনুযায়ী কোন এক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ---------- মাত্রায় ভাগ করতে হবে।

৩. শিক্ষার্থী কিভাবে তার ---------- সময়কে সার্থক ও আনন্দদায়ক করে তুলতে পারে সে সম্বন্ধে নির্দেশকের ধারণা থাকতে হবে।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিশুর মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কোন ত্রুটি থাকলে তা নির্দেশক কেন সনাক্ত করবেন?

২. শিক্ষার্থীর চাহিদা ও কৌতুহল সম্বন্ধে নির্দেশকের স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে কি হবে?

পাঠ ৪ শিক্ষামূলক নির্দেশনায় শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ◆ শিক্ষামূলক নির্দেশনায় শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য চিহ্নিত করতে পারবেন।

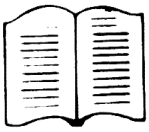

আমরা এই ইউনিটের শুরু থেকেই জেনে আসছি বিদ্যালয় ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যেহেতু একজন শিক্ষার্থী তার গাঠনিক জীবনের একটি বড় অংশ ব্যয় করে তাই প্রাথমিক হতে শুরু করে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সর্বত্র শিক্ষামূলক নির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে।

যেহেতু আমাদের দেশীয় অর্থনৈতিক অবস্থা এমন জোরালো নয় যে, শিক্ষার্থীদের সময়োপযোগী ও যুগোপযোগী নির্দেশনা প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞ নির্দেশক নিয়োগ করা সম্ভব তাই শিক্ষকদেরই একাডেমিক কাজের পাশাপাশি নির্দেশক হিসেবে কাজ করতে হবে। সুতরাং তাঁকে জানতে হবে উন্নত দেশসমূহে নির্দেশকবৃন্দ কিভাবে কাজ করেন এবং দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থায় তার কতটুকু তিনি প্রয়োগ করতে পারবেন, কতটুকু তাকে নিজস্ব বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে স্থির করতে হবে।

নির্দেশনায় শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য জানবার আগে দেখে নেই শিক্ষককে নির্দেশক হতে হলে তাকে কি ধরনের যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।

- শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি, সামর্থ্য, ব্যক্তিত্ব নির্ধারণের ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে।
- শিক্ষার্থীর প্রতি তাঁর আচরণ সহানুভূতিসম্পন্ন ও আন্তরিক হতে হবে। শিক্ষার্থীর যে কোন সমস্যা ধৈর্য্য ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার এবং শিক্ষার্থীর দৃষ্টিকোণ হতে তাদের সমস্যা বোঝার মত উদার হতে হবে শিক্ষক-নির্দেশককে।
- সম্ভব হলে তাকে নির্দেশনা দান সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

এবার আসুন, আমরা শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করি –

- প্রত্যেক শিশু শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বুদ্ধির বিকাশের একটি ছক তৈরি করতে হবে এবং প্রত্যেকের প্রতিভার স্ফূরণ কোনদিকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।
- বিষয়ভিত্তিক শিক্ষণ-শিখন সঞ্চালন কৌশল যেন শিক্ষার্থীর মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করতে পারে সেদিকে শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে।
- বিদ্যালয়ের সমাজ জীবন যে শিশু-শিক্ষার্থীর দেহ মনের স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে সহায়ক হয় সেদিকে খেয়াল রাখা শিক্ষকের দায়িত্ব।
- শিক্ষার্থী যেন নিজস্ব আগ্রহ, প্রবণতা অনুসারে কাজ করার স্বাধীনতা পায় সেদিকে খেয়াল রাখা শিক্ষকের দায়িত্ব।
- শিক্ষার্থীর ভুল-ভ্রান্তির জন্য কঠোর শাস্তি বা দৈহিক শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ দেখা গেছে দৈহিক শাস্তি শিক্ষার্থীকে প্রায়শ ভীত করে তোলে। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে ভয় ও নিরাপত্তাবোধের অভাব সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে প্রবল অন্তরায়।
- মূল্যহীনতাবোধ যেন শিশু শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা না দেয়।
- শিক্ষকের কর্তব্য হবে অতি সন্তর্পণে ও ধৈর্যের সাথে শিশু শিক্ষার্থীর একাডেমিক এবং মনোদৈহিক যাবতীয় সমস্যা সমাধানে রত হওয়া।

- শিক্ষক যে শিক্ষার্থীর কাছে একাধারে পিতা-মাতা সম এবং বন্ধু ও পথ প্রদর্শক হতে পারেন সেদিকে তাকে খেয়াল রাখতে হবে।

সবশেষে এই কথা বলা চলে যে, বিদ্যালয় ভিত্তিক শিক্ষা নির্দেশনার মাধ্যমে শিশু বয়স থেকেই শিক্ষার্থীদের মনে একটি সুস্থ সুসঙ্গত জীবন দর্শনের দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে যা তাদের বাস্তব জীবনে ও পরিণত বয়সে দুঃখ, বেদনা, হতাশা ও নিরাশার মধ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও স্থির থাকতে সাহায্য করবে।

শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে যেন, তিনি শিক্ষার্থীর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহপূর্বক যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন –

- শিক্ষার্থীর সাধারণ বুদ্ধিস্তর ও বুদ্ধ্যঙ্ক
- বিশেষ বিশেষ বিষয়ে তার পারদর্শিতা, যোগ্যতা
- শ্রেণীভিত্তিক পাঠ্যসূচিতে অন্যান্য শিক্ষার্থীর তুলনায় তার স্থান
- তার রুচি ও আগ্রহ
- ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা
- শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে তার সম্বন্ধ ও ব্যবহার
- খেলাধুলা ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে তার কাজ ও দৃষ্টিভঙ্গি

আমাদের দেশে অর্থের অপ্রতুলতার কারণে এখনো প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা খুব একটা মনোবিজ্ঞানসম্মত করা সম্ভব হয় নাই। তাই প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন নির্দেশক থাকেন না, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদেরও নির্দেশক হিসেবে কাজ করার অনুকূল প্রশিক্ষণ গ্রহণের খুব একটা সুযোগ নেই।

তবু দেখা গেছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষকরাই যে কোন পরিস্থিতি সুন্দরভাবে সামলে নেবার মত দক্ষতা খুব অল্পদিনেই অর্জন করে নেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রতিটি শিক্ষার্থীর বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা সম্বন্ধে শিক্ষা-নির্দেশককে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে – এই উক্তির যথার্থতা সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন।

২. 'মূল্যহীনতাবোধ' শিশু শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা দিলে ব্যক্তিগতভাবে শিশুর কি ধরনের ক্ষতি হবে?

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষামূলক নির্দেশনা কাকে বলে?
২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আলোকে শিক্ষামূলক নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
৩. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যখন শিশু প্রথমবারের মত প্রবেশ করে তখন সে কিরূপ থাকে?
৪. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশু শিক্ষার্থীর পরিচিত পারিবারিক পরিবেশ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন – এই যুক্তির সত্যতা উপস্থাপন করুন।